117

দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ... 14 JAN 1996 ...
পৃষ্ঠা .. ৪ কলাম .. ৭ ...

অভিন্ন প্রশ্নপত্র, সমস্যা ও বিভ্রান্তি

আমাদের দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার ক্ষেত্র থেকে এখনও সঙ্কট ও সমস্যা দূর হয়নি। নিম্ন বা প্রাথমিক পর্যায় থেকে উচ্চ শিক্ষার সকল স্তরেই কোন না কোন সমস্যার উদ্ভব হচ্ছে। শিক্ষা ব্যবস্থা এখনও সার্বিক অর্থে সুষম, সুষ্ঠু ও বাস্তবতার আলোকে সুবিন্যস্ত করে গড়া সম্ভব হচ্ছে না বলেই একটি সমস্যার সমাধান শেষ না হতে হতেই আর একটি নতুন সমস্যার উদ্ভব হয়। বস্তুতপক্ষে শিক্ষা ব্যবস্থা এমনই একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যে ব্যবস্থা রাতারাতি গড়ে ওঠে না। একটা প্রক্রিয়ার মধ্যে, ব্যবস্থাপনার মধ্য দিয়ে দীর্ঘ নিরীক্ষণের পর তার সুষ্ঠু ও স্বাভাবিক অবস্থা সৃষ্টি হয় এবং একটা ধারা গড়ে ওঠে।

প্রসঙ্গক্রমে বলতেই হয় যে, আমাদের সার্বিক শিক্ষা ব্যবস্থা এখনও সেই পর্যায়ে উন্নীত হতে পারেনি। একটা নির্দিষ্ট ধারা বা পদ্ধতি এখনও আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থায় অনুপস্থিত থাকার ফলে বার বার নানা সমস্যা এই শিক্ষা ক্ষেত্রে সৃষ্টি হচ্ছে। আর এই নতুন নতুন সমস্যা নিয়ে সরকারকেও যেমন নাজেহাল হতে হয়, তেমনি শিক্ষার্থীদের পোহাতে হয় দুর্ভোগ। সর্বোপরি তার বিরূপ প্রতিক্রিয়া গিয়ে পড়ে শিক্ষার ক্ষেত্রে। বলাবাহুল্য, দেশের শিক্ষার হার অদ্যাবধি বাড়ানো যাচ্ছে না। সরকার শিক্ষার হার বৃদ্ধির লক্ষ্যে অর্থ বরাদ্দও কম রাখছে না। কিন্তু এই বিশেষ ক্ষেত্রে আশানুরূপ ফলোদয় ঘটছে না। হয়ত এই সমস্যা সৃষ্টির কারণেই শিক্ষা খাতকে সঠিক খাতে প্রবাহিত করা যাচ্ছে না।

উল্লেখ্য, ভর্তি পরীক্ষা থেকে শুরু করে প্রশ্নপত্র প্রণয়ন, পাঠ্যসূচী প্রণয়ন ইত্যাকার জটিলতা ছাড়াও শিক্ষা গ্রহণেচ্ছু শিক্ষার্থীদের সামনে অর্থনৈতিক সমস্যাও এই বিশেষ খাতকে নানাভাবে বিপর্যস্ত করে তুলেছে। তা ছাড়া শিক্ষানীতিতে এখনও কোন বাস্তব ও সুষম বিন্যাসসহ অবকাঠামো গড়ে তোলা সম্ভব হচ্ছে না। ফলে এই হতাশাব্যঞ্জক চিত্র আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার বুকে যে জুড়ে রয়েছে সে কথা সকলকেই স্বীকার করতে হবে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, সম্প্রতি অভিন্ন প্রশ্নপত্রে দেশের চারটি বোর্ডের শিক্ষার্থীরা এইচএসসি পরীক্ষা গ্রহণের বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করেছে। শিক্ষার্থীরা অভিন্ন প্রশ্নপত্রের মাধ্যমে এই পরীক্ষা পদ্ধতি বাতিল করার জন্য সরকারের কাছে দাবি তুলছে। এই দাবি কতটুকু গ্রহণযোগ্য, কিংবা আদৌ গ্রহণযোগ্য নয়—সে কথা বলার অবকাশ এখানে কম। কারণ ইতোপূর্বে শিক্ষা মন্ত্রণালয় ঢাকা বোর্ডের পরীক্ষার ফলাফলকে কেন্দ্র করে যে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছিল, তার পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৯৭ সাল থেকে ৪টি বোর্ডে অভিন্ন প্রশ্নপত্রের আওতায় পরীক্ষা গ্রহণ করার কথা ঘোষণা করে। কিন্তু ইতোমধ্যে এই পদ্ধতি এ বছর চালু না করে আগামী বছর থেকে সরকারী সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করার জন্য ঢাকা, রাজশাহীসহ বিভিন্ন স্থানে ছাত্র আন্দোলন শুরু হয়েছে। এ ছাড়া ছাত্রঐক্য পরিষদ নামে একটি কেন্দ্রীয় আন্দোলনকারী ছাত্র সংস্থা গঠন করে এই পরিষদের মাধ্যমে একটি সাংবাদিক সম্মেলন করেও এই পদ্ধতি বাতিল করার জন্য কর্তৃপক্ষের কাছে জোর দাবি জানিয়েছে এবং এই দাবি আদায়ের লক্ষ্যে শিক্ষার্থীরা চলতি সালের এইচএসসি টেষ্ট পরীক্ষা বর্জন করার কর্মসূচী গ্রহণ করেছে। বলা দরকার, শিক্ষার্থীরা দাবি আদায়ের লক্ষ্যে ইতোমধ্যে দেশের বিভিন্ন স্থানে বিক্ষোভ প্রদর্শন, ভাংচুরসহ পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়ে ৬০ জন শিক্ষার্থী আহত হয়েছে। শিক্ষার্থীরা কেবল যানবাহন ভাংচুরই করেনি, দেশের কয়েকটি স্থানে রাস্তা অবরোধসহ নানাভাবে বিক্ষোভ করছে।

বলতে গেলে এই 'অভিন্ন প্রশ্নপত্র' নিয়ে এখন যে সমস্যা সৃষ্টি হয়েছে সে সমস্যা কেবলমাত্র সরকারকেই বিপথগ্রস্ত করছে না, সেই সঙ্গে বিভিন্ন অঞ্চলের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসহ জনজীবনকেও বিপর্যস্ত করে তুলেছে।

উল্লেখ্য যে, শিক্ষার্থীদের দাবি-দাওয়া বিচার-বিশ্লেষণ সময় সাপেক্ষ। কিন্তু কর্তৃপক্ষকে সেই সুযোগ দেয়ার আগেই দেশব্যাপী বিভিন্ন স্থানে ভাংচুর, রাস্তা অবরোধ, অরাজক পরিস্থিতি সৃষ্টি করা হচ্ছে বলে অভিযোগ উঠেছে। বস্তুতপক্ষে আজ যে কোন দাবি-দাওয়া আদায়ের জন্যই এ ধরনের ভাংচুর করার প্রবণতা ও মানসিকতা পরিলক্ষিত হচ্ছে। এ ধরনের পথ ও পদ্ধতি কোন অবস্থায়ই বাঞ্ছিত নয়।

এখানে দেখার বিষয় হচ্ছে, শিক্ষা ব্যবস্থায় বার বার এরূপ সমস্যা কেন সৃষ্টি হচ্ছে? পূর্বাপর অবস্থাগুলো বিশ্লেষণ না করেই সরকার নতুন নতুন পদ্ধতি আরোপ করছে এবং সেই পদ্ধতিগুলো কতটুকু গ্রহণযোগ্য, গ্রহণযোগ্য হলে সেই পদ্ধতি কবে থেকে এবং কিভাবে আরোপ করতে হবে সে বিষয়গুলো নিয়ে ইতোপূর্বে কখনও তেমনভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখা হয় না বলেই বার বার শিক্ষা ক্ষেত্রে নতুন পদ্ধতি প্রয়োগের বেলায় সমস্যা সঙ্কট আকার ধারণ করে।

শিক্ষা মন্ত্রণালয় যে 'অভিন্ন প্রশ্নপত্রের' অধীনে এইচএসসি পরীক্ষা চালু করতে চাইছে সে জন্য শিক্ষার্থীদের আর একটি বছর দেয়াও যেতে পারত। কিন্তু এই প্রশ্নে কর্তৃপক্ষ অবিচল থেকে এই পদ্ধতি এ বছর থেকেই চালু করার জন্য সকল আয়োজন শেষ করেছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয় শিক্ষার্থীদের এই আন্দোলনের পিছনে কারও কারও উস্কানি রয়েছে বলে অনুমান করছে এবং এদের উস্কানির ফলেই শিক্ষার্থীরা বিক্ষোভ ও ভাংচুরের পথ ধরেছে। আমরা এ ধরনের উস্কানি ও তার ফলে সৃষ্ট সমস্যাকে অনভিপ্রেত বলে মনে করি।

আমাদের সকলকেই এ কথা আজ মনে রাখা দরকার যে, যে কোন সমস্যা যে কোন সময় সৃষ্টি হতে পারে, কিন্তু তার সমাধানও খুঁজে পাওয়া দুষ্কর কিছু নয়।

আজ অভিন্ন প্রশ্নপত্রের অধীনে দেশের চারটি বোর্ডের এইচএসসি পরীক্ষা চালু করার জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয় কেবল অবিচলই নয়, এই পদ্ধতির বিরুদ্ধে আন্দোলনকারীদেরও কঠোর হস্তে দমন করার ব্যবস্থা নিয়েছে বলে পত্রিকান্তরে সংবাদ প্রকাশ হয়েছে। বিষয়টি নিয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ভেবে দেখার যথেষ্ট অবকাশ রয়েছে। কারণ এই পদ্ধতি চালু করা হলে দেশের শিক্ষা ক্ষেত্রে একটি সমন্বিত মান তৈরি হওয়ার যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে। কিন্তু এখন এই পদ্ধতি এ বছর থেকেই চালু হবে না, আগামী শিক্ষা বছর থেকে চালু হবে—এ নিয়েই সমস্যা। শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক সার্বিক অবস্থা বিশ্লেষণ করে সমস্যা সমাধানের একটি সুষ্ঠু পথ ও প্রক্রিয়া অবশ্যই অবিলম্বে ঘোষণা করা দরকার। কারণ এই পদ্ধতি চালু করা নিয়ে যে ধূম্রজাল সৃষ্টি হয়েছে এবং শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিভ্রান্তি দেখা দিয়েছে তা অবিলম্বে দূর করা না হলে এই সমস্যা জটিল থেকে জটিলতর হওয়ারই আশঙ্কা রয়েছে।